● 'বলবান জামাতা' গল্পের রস বিচার কর। / হাস্যরসের প্রবৃত্তি

বাংলা ছোটগল্পে স্মরণীয় নাম প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

বাংলা ছোটগল্প রচনায় তিনি বিশেষ সিদ্ধি অর্জন করেছিলেন। তাঁর গল্পে বাস্তবতার অভাব রয়েছে এমন কথা বলা হয়ে থাকে। কিন্তু দেশ ও বিদেশের পটভূমিকায় তিনি এমন বহু ঘটনা ও চরিত্র স্থাপিত করেছেন যাতে তারা প্রাণের স্পর্শ লাভ করেছে।

Scanned with CamScanner

হয়েছে। ভেবেছে, কার সন্তান সেকথা পত্রে জানানো উচিত ছিল। শেষ পর্যন্ত ভেবেছে এটাও একটা জামাই ঠকানোর ব্যাপার। কিন্তু হাস্য সংবরণ করা দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে যখন তথাকথিত মেজদির আগমন ঘটে। "কি ভাই এত দিনে মনে পড়ল" বলে মেজদির প্রবেশের পরেই চার চোখের মিলন এবং একগলা ঘোমটা দিয়ে মেজদির দ্রুত প্রস্থান। নলিনী কুঞ্জবালাকে চিনত। এখন দেখল যে তিনি কুঞ্জবালা নন। অন্দরমহল থেকে মেয়েদের কথাবার্তা কানে আসছে— "ওমা এ কি কাণ্ড! জামাই সেজে কে এলো?" চাকর রামশরণকে পাঠানো হল উকিলবাবুকে খবর পাঠাতে। জলখাবার খেতে খেতে নলিনীর লক্ষ্য যায় আলমারি সাজানো রিপোর্টগুলির দিকে। প্রত্যেকটিতে সোনার জলে নাম লেখা এম.এন. ঘোষ। দেখে নলিনীর ভাবনাচিন্তা দূর হল। সে সব বুঝতে পারল। নিশ্চিন্তে জলখাবারের পাত্র খালি করে ফেলল সে।

☑ নিজের শ্বশুরবাড়ি ভেবে অপরের বাড়িতে চড়াও হওয়া, নবজাতকের বিষয় নিয়ে হাস্য-পরিহাস, নলিনীর মানসিক সিদ্ধান্ত, মেজদির আগমন এবং ভূত দেখার মতো সভয়ে প্রস্থান, অন্দরমহলের ভীতিবিহ্বলতা এবং নলিনীর রহস্য-ভেদ ও নিশ্চিন্তমনে খাদ্যগ্রহণে হাস্যরসের অবতারণা করা হয়েছে।

☑ এদিকে চাকর রামশরণ গেছে উকিল কেদারবাবুর বাড়িতে মহেন্দ্র ঘোষকে খবর দিতে। মহেন্দ্র ঘোষের প্রশ্নের উত্তরে রামশরণ জানিয়েছে "ডাকু হোবে কি জুয়াচোর হোবে কি পাগল আদ্‌মি হোবে কিছু ঠিকানা নাই। সে বলে হামি বাবুর দামাদ আছি।" মহেন্দ্র ঘোষ একথা শুনে দ্রুত গাড়ি করে বাড়ি ফেরেন। ভয়ঙ্কর উদ্বেগে প্রায় শ্বাসরুদ্ধ-করা অবস্থা। কিন্তু হঠাৎই হাসির ফোয়ারা। নলিনী বেরিয়ে এসে নিজের পরিচয় দেয় এবং ভ্রান্তির কারণ ব্যাখ্যা করে। মহেন্দ্রবাবু নলিনীর হাত দুটি জড়িয়ে ধরে হো হো করে হেসে ওঠেন।

☑ নলিনী এরপর নিজের শ্বশুরবাড়িতে এসে পৌঁছাল। শ্বশুর মহেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তার কিছু আগেই ফিরে এসেছেন। মহেন্দ্র ঘোষের বাড়িতে জামাই সেজে ডাকাত এসেছে এখবর তিনি জেনে এসেছেন। এমন সময়ে নলিনীর কথা তার কানে গেল—"বল বাবুর জামাই এসেছেন"। ষণ্ডামার্কা চেহারা, কাঁধে বন্দুক, হাতে লাঠি;— আর যায় কোথা! অগ্নিতে যেন ঘি পড়ল। হুঙ্কার দিয়ে তিনি তেড়ে এলেন এবং বললেন—"ভাগো হিঁয়াসে।... বদ্‌মায়েস গুণ্ডা!" প্রকৃত শ্বশুরবাড়িতে এবং প্রকৃত শ্বশুরের কাছ থেকে এরকম ব্যবহার পাওয়ার আশা কেউ করে না। নলিনী-ও করেনি। কেদারবাবুর বৈঠকখানার ঘটনা তার অজ্ঞাত। সুতরাং মহেন্দ্রবাবুর এ হেন আচরণের কারণ বুঝতে না পেরে এসময়ে নলিনীর মুখের অবস্থা আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি। বিস্ময়ের আধিক্যে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে নলিনী। খুব অপমানের আবর্তে দিশেহারা নলিনী দেখতে পায় দারোয়ান লাঠি নিয়ে তাকে আক্রমণে উদ্যত। আর সময় নেই, তাই আত্মরক্ষার প্রচেষ্টায় মাথার উপর দিয়ে লাঠি উঁচিয়ে সে বলল—"খবরদার হাম্ চলা যাতা হ্যায়। লেকেন্ হাম্‌কো যো ছুঁয়েগা, উস্‌কা হাড্ডি হাম্ চুরচুর করে ডালেঙ্গে"। যাওয়ার সময়ে একবার শেষ চেষ্টা করে নলিনী। কিন্তু মহেন্দ্রবাবু কিছুতেই নমনীয় নন। বললেন,

CS Scanned with CamScanner

সরল অনাবিল হাস্যরসের গল্পলেখক রূপেই সমধিক প্রসিদ্ধ প্রভাতকুমার। আলোচ্য 'বলবান জামাতা' গল্পটি হাস্যরসের একটি সার্থক দৃষ্টান্ত।

☑ 'বলবান জামাতা' গল্পের কাহিনি অনুযায়ী দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ-এর ঘটনাই প্রথম ঘটনা। এই ঘটনা-পর্যায়ে আলিপুরের পোস্টমাস্টার নলিনীবাবুর বিবাহ, মহেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের মেজ মেয়ে কুঞ্জবালার পরিচয় ও নলিনীর নন্দলাল-মার্কা শরীরের প্রতি কটাক্ষ এবং বিবাহের পর নলিনীবাবুর একাকী আলিপুরে প্রত্যাবর্তন বর্ণিত হয়েছে। প্রথম পরিচ্ছেদের দৃশ্য প্রথম ঘটনার দুই বছর পর। ঘটনাক্রমের এই পরিবর্তনের মূল কারণ হল বর্তমান কাহিনির আখ্যানভাগ শুরু হয়েছে নলিনীবাবুর স্ত্রীর পত্রপ্রাপ্তির পর।

☑ নলিনীবাবুর স্ত্রী সরোজিনীর পত্রে দিনাজপুরের মেজদি কুঞ্জবালার আগমন-সংবাদ আছে। নলিনীবাবুর প্রথম শ্বশুরবাড়ি যাওয়ার নেপথ্যে আছে দীর্ঘ বিরহের পর স্ত্রীর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ এবং বিশেষ করে মেজদির সঙ্গে মোলাকাত-এর বাসনা। আপাতদৃষ্টিতে এই আগ্রহ বিসদৃশ মনে হতে পারে, কিন্তু এরই উপরে দাঁড়িয়ে আছে গল্পটির কৌতুকরস। নলিনীর আগ্রহ মেজদি কুঞ্জবালার সঙ্গে সাক্ষাৎ করার। এর পিছনে রয়েছে তার প্রতিশোধস্পৃহা। তার নন্দলাল-মার্কা শরীর নিয়ে মেজদি কুঞ্জবালার শ্লেষমিশ্রিত বাক্য সে সহজে ভুলতে পারেনি। তাই সে নিজেকে পরিবর্তিত করেছে। পুরুষোচিত করেছে তার শরীর। এতে তার দু'বছর সময় লেগেছে। ডাম্বেল ভেঁজেছে, দুবেলা নিয়ম করে ব্যায়াম করেছে। নিরামিষ স্নেহজাতীয় খাদ্য বর্জন করে আমিষ খাদ্য গ্রহণ করেছে। এক কঠিন সাধনার অন্তিম অধ্যায়ে এইভাবে নাদুস-নুদুস নলিনী ষণ্ডামার্কা পুরুষে রূপান্তরিত হয়েছে। এমনকি সে দাড়ি রেখেছে, বন্ধুদের সঙ্গে শিকারেও বেরিয়েছে।

☑ নলিনীর প্রতি মেজদি কুঞ্জবালার বাক্যবাণ নলিনীকে তীব্র আঘাত দিয়েছিল সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। তাই এই হীনম্মন্যতা থেকে মুক্তি পেতে কুঞ্জবালার সঙ্গে তার সাক্ষাৎ আকাঙ্ক্ষিত হয়ে উঠেছে।

☑ এলাহাবাদে একই নামের দুই উকিলের অবস্থান ঘটিয়ে এবং ভুলক্রমে মহেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ির পরিবর্তে মহেন্দ্রনাথ ঘোষের বাড়িতে নলিনীকে এনে গল্পকার প্রভাতকুমার কৌতুকের এক নতুন দৃশ্যের অবতারণা করেছেন। যেহেতু দুজনেই উকিল এবং শুধু মহেন্দ্রবাবু উকিলের নাম বলায় গাড়োয়ান তাকে মহেন্দ্রনাথ ঘোষের বাড়িতে এনে তুলেছে। খুবই কৃতিত্বের সঙ্গে প্রভাতকুমার এই ঘটনাটি পরিবেশন করেছেন। এলাহাবাদের শ্বশুরবাড়িতে নলিনী এই প্রথম আসছে। সুতরাং মহেন্দ্রনাথ ঘোষ ও মহেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পার্থক্য তার জানার কথা নয়। ঘোষ মহাশয়ের বাড়ির চাকরও তাকে এই প্রথম দেখছে। তাই জামাই পরিচয় পেয়ে সে যথাযথ আতিথেয়তা করেছে। 'জামাই' শোনার পর একজন দাসী এসেছে নবজাতককে কোলে নিয়ে। দাসীর কথা নলিনী প্রথমটায় বুঝতে পারেনি। ভেবেছে এই পরিবারের অন্য কারও সন্তান। সে নিজে জানে যে এ সন্তান তার হতেই পারে না। মনে মনে সে স্ত্রীর উপর ক্ষুব্ধ

Scanned with CamScanner

"বেটা জুয়াচোর! তুমি শ্বশুর চেন আর আমি জামাই চিনিনে? আমার জামাইয়ের এ রকম গুণ্ডার মত চেহারা? ভাগো হিঁয়াসে... নয়তো আভি পুলিশ-মে ভেজেঙ্গে।" আর নলিনী বৃথা চেষ্টা না করে স্টেশনে ফিরে গেছে কলকাতা যাওয়ার উদ্দেশ্যে।

☑ আলোচ্য গল্পে শেষে গৃহিণী মহেন্দ্রবাবুকে দোষারোপ করে বলেছেন—"ক খেয়েছ নাকি? জামাইকে তাড়ালে?" জামাইয়ের আসার কথা ছিল, সুতরাং কেউ যদি এসে থাকে তবে সে নিশ্চয়ই জামাই। গৃহিণীর এই যুক্তি উকিল মহেন্দ্র মানতে নারাজ। মামলার আসামি-পক্ষের হার নিশ্চিত জেনেও আসামি-পক্ষের উকিল যেমন ভাবে তর্কের জের টেনে চলেন, মহেন্দ্রবাবুর নিজের অবস্থাটা প্রায় সেরকম। কুঞ্জবালার সাক্ষ্য মহেন্দ্রবাবুর পায়ের তলার মাটি কিঞ্চিৎ শক্ত করলেও তা স্থায়ী হয়নি। ক্ষুদ্র টেলিগ্রাম অবশেষে মহেন্দ্রকে ধরাশায়ী করেছে। তিনি নিজের ভুল বুঝতে পেরেছেন। লাঠি-বন্দুক-ষণ্ডামার্কা চেহারা দেখেই ঘটনা অনুযায়ী তিনি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। এখন জামাইকে স্টেশন থেকে ফিরিয়ে আনা ছাড়া কোনও উপায় নেই। মহেন্দ্রবাবু দ্রুত স্টেশনে গেছেন জামাই নলিনীকে ফিরিয়ে আনতে। নলিনীও ফিরে এসেছে। শ্বশুরবাড়ির সকলেই লজ্জিত ও অনুতপ্ত দেখে সে প্রতিশোধমূলক কোন আচরণ করেনি। ঠাট্টা-বিদ্রূপও করেনি, কুঞ্জবালাকে তার পরিবর্তিত রূপ ও দেহসৌষ্ঠব দেখানোই এ গল্পের উদ্দেশ্য। কুঞ্জবালা সম্পূর্ণ পর্যুদস্ত, এটাই এই গল্পের প্রধান কৌতুকরস।

☑ 'বলবান জামাতা' গল্পের চরিত্ররা সকলেই স্বাভাবিক বুদ্ধিসম্পন্ন, সকলেই স্নিগ্ধ ও প্রফুল্ল। এই গল্পে পাশ্চাত্য সাহিত্যের শ্লেষ, উইট বা কোনও ধরনের স্যাটায়ার নেই। বরং হিউমারের প্রভাব স্পষ্ট। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের হাস্যরসের উত্তরাধিকার।

Scanned with CamScanner